স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন

স্টল ফিডিং পদ্ধতি

বাংলাদেশে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত ছাগলকে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে খাওয়ানো হয়। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিজ্ঞানভিত্তিক বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালনের প্যাকেজ প্রযুক্তিকে স্টলফিডিং পদ্ধতি বলা হয়।

স্টল ফিডিং পদ্ধতির করণীয়

ছাগল নির্বাচন

এ পদ্ধতিতে ছাগলখামার করার উদ্দেশ্যে ৬-১৫ মাস বয়সী স্বাভাবিক ও রোগমুক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা/ছাগী সংগ্রহ করতে হবে। পাঁঠার বয়স ৫-৭ মাস হতে পারে।

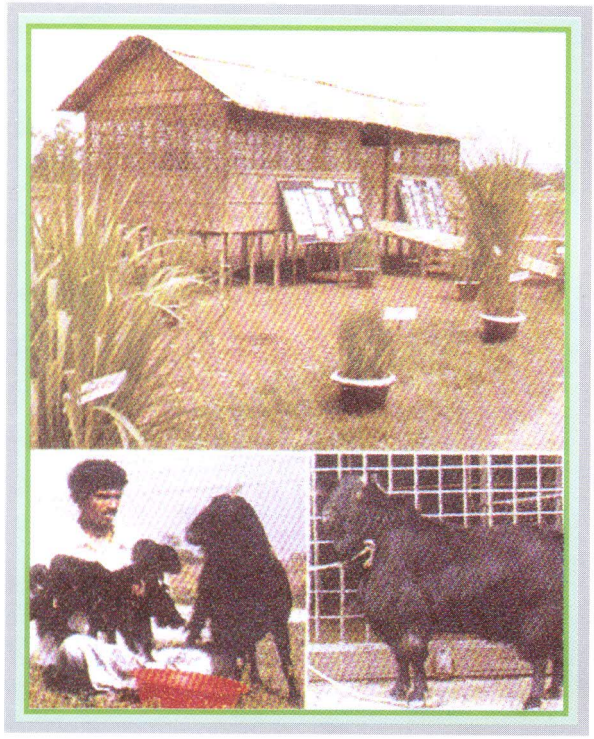

ছাগলের ঘর

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনে প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ৭-১০ বর্গফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইঁটের তৈরি হতে পারে। শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্ত করানো

ছাগল সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। প্রথমে ছাগলকে দিনে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকি সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। তবে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরনের অভ্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

বাচ্চার পরিচর্যা

জন্মের পরপরই বাচ্চাকে পরিষ্কার করে শালদুধ খাওয়াতে হবে। এক মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী থেকে দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দুধ না পাওয়া গেলে বাচ্চাকে মিল্ক রিপ্লেসার (সারণি ১)

খাওয়াতে হবে। মিল্ক রিপ্লেসার তৈরির ক্ষেত্রে এক ভাগ মিল্ক রিপ্লেসারের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশিয়ে অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ৩৯-৪০° সেঃ তাপমাত্রায় (কুসুম কুসুম গরম) ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে। দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুষাংগিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩৫০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সারণি ১ ঃ মিল্ক রিপ্লেসারের সম্ভাব্য উপাদান

উপাদান	পরিমাণ (%)
ননীমুক্ত গুঁড়া দুধ	৭০
চাল, গম বা ভুট্টার গুঁড়ি	২০
সয়াবিন তৈল	৭
লবণ	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

বাচ্চার বয়স ৬০-৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে। বাচ্চার ৬০ দিন হতে ৯০ দিন পর্যন্ত গড়ে দৈনিক প্রায় ৪০০-৫০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চার ১ মাস বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো

ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুঁড়া, ভুষি, চাল, ডাল ইত্যাদি) দিতে হবে।

সারণি ২ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	১২.০০
গমের ভুসি/আটা/কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকলাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা/খৈল	২০.০০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া/প্রোটিন কনসেন্ট্রট	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/কেজি)	১০.০০
বিপাকীয় প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	৬২.০০

একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ৩-৩.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার (সারণি ২) দিতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩.৫-৪.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ৩.৫-৪.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

ছাগলের জন্য ঘাস চাষ

ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাস খাওয়ানো যায়। ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারি, মাষকলাই, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশী ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, এন্ড্রোপোগন, প্লিকাটুলুম ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে। ঘাস চাষের জন্য জমি ভালভাবে তৈরি করে হেক্টর (২.৪৭ একর) প্রতি ১৫-২০ টন জৈব সার এবং ৫০, ৭০ এবং ৩০ কেজি যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি প্রয়োগ করতে হবে। ঘাস লাগানোর এক মাস পর এবং প্রতিবার ঘাস কাটার পর হেক্টর প্রতি ৮০ কেজি ইউরিয়া ছিটাতে হবে। ছাগলের জন্য ৩ নং সারণিতে বর্ণিত উচ্চ ফলনশীল ঘাসগুলো সাধারণত ২৫-৩০ দিন পর কাটা যায়।

সারণি ৩ ঃ বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল ঘাসের উৎপাদনশীলতা

ঘাস	হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় কাটিং (হাজার)	কাটিং লাগানোর দূরত্ব (মিটার) লাইন-লাইন x কাটিং-কাটিং	উৎপাদন (টন/হে./ বছর)
নেপিয়ার (এরোসা)	২৫-২৬	১x০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার (বাজরা)	২৫-২৬	১x০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার (হাইব্রিড)	২৫-২৬	১x০.৫	১৭৫-২২০
স্প্লেন্ডিডা	৩৫-৪০	০.৭x০.৩৫	১০০-১৩০
পি-কাটুলুম	৪০-৪৫	০.৭x০.৩৫	৭৫-১০০
এন্ড্রোপোগন	২৮-৩০	১x০.৫	১০০-১৩০

ছাগলকে খড় খাওয়ানো

ঘাস না পাওয়া গেলে খড়কে ১.৫-২.০ ইঞ্চি (আঙুলের দুই কর) পরিমাণে কেটে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে। এজন্য ১ কেজি খড়ের সাথে ২০০ গ্রাম চিটাগুড়, ৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ গ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে ইউএমএস তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে। মোলাসেস বা চিটাগুড় না পাওয়া গেলে ছোট ছোট করে কেটে ০.৫ কেজি ইউরিয়া ১০ কেজি পানিতে গুলে সেই পানি ১০ কেজি শুকনো খড়ের সাথে মেশাতে হবে। ইউরিয়া ও পানি মিশ্রিত খড়কে বায়ু রুদ্ধাবস্থায় ১২-১৫ দিন রেখে ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে। এর সাথে অ্যালজি উৎপাদন করে দৈনিক ১-১.৫ লিটার পরিমাণে খাওয়াতে হবে। তবে ইউএমএস এবং অ্যালজি খাওয়ানোর জন্য ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করতে হবে। একটি ছাগল দৈনিক ১.০-২.০ লিটার পানি খায়। এজন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

খাসী করানো

যেসব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হবে না তাদেরকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে

খাসী করানো উচিত। খাসী করার জন্য বার্ডিজোস কেস্ট্রেটর, রাবার রিং বা অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। খাসী করানোর পর ক্ষতস্থানে মাছি বা অন্য কোন পোকা বা আঠালি যেন না বসে সেজন্য টিংচার অব আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে।

পাঁঠার ব্যবস্থাপনা

পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে। তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় ওজন ভেদে ঘাসের সাথে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে। পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া উচিত। পাঁঠাকে কখনই চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য বাদ দিতে হবে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

সব ছাগলকে বছরে দু'বার (বর্ষার শুরু এবং শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। ছাগলের মারাত্মক রোগ, যেমন: পিপিআর, গোটপক্স হলে অতি দ্রুত নিকটস্থ পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পিপিআর সহজে চেনার উপায় হলো এ রোগে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাবে (১০৪° থেকে ১০৭° পর্যন্ত), নাক দিয়ে পাতলা তরল পদার্থ নির্গত হবে এবং পরবর্তীতে নিউমোনিয়া (শ্বাস কষ্ট) ও পাতলা পায়খানা হবে। এ রোগে আক্রান্ত এলাকায় ছাগলের ব্যাপক মৃত্যু হতে পারে। এছাড়া ছাগলে তড়কা, হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া, এন্টারোটক্সিমিয়া,বিভিন্ন কারণে পাতলা পায়খানা এবং নিউমোনিয়া হতে পারে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুস্থ ছাগলের জন্য নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখিত টিকাদান কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে।

সারণি ৪ ঃ ছাগলের বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক

রোগ	জন্মের ৩য় দিন	১৫-২০ দিন	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
একথাইমা	১ ডোজ	২য় ডোজ			
পিপিআর			১ ডোজ		
গোটপক্স				১ ডোজ	
এন্টারোটক্সিমিয়া					১ ডোজ

জৈব নিরাপত্তা

খামারে কোন নতুন ছাগল আনতে হলে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিয়ে ছাগল খামারে রাখা যাবে। অসুস্থ ছাগল পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সকল ছাগলকে মাসে অন্তত একবার ০.৫% ম্যালাথায়ন দ্রবণে চুবিয়ে চর্মরোগমুক্ত রাখতে হবে। প্রজননশীল পাঁঠা ও ছাগীকে বছরে দু'বার ১-১.৫ মি. লি. ভিটামিন এ, ডি অথবা ই ইনজেকশান দিতে হবে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

পাঠী ১২-১৩ কেজি ওজন (৭-৮ মাস বয়স) হলে তাকে পাল দেয়া যেতে পারে। পাঠী বা ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৪ঘন্টা পর পাল দিতে হয়। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে। পাল দেয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে সাধারণত বাচ্চা দেয়। পাল দেয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা সব সময় নিঃরোগ, ভাল বংশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হতে হবে। "ইনব্রিডিং" এড়ানোর জন্য ছাগীর বাবা বা দাদা বা ছেলে বা নাতিকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

ছাগলের বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের মধ্যে খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয়। এ সময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে। অথবা খাসীর মাংস প্রসেস করেও বিক্রি করা যেতে পারে। অসুস্থ ছাগল বাজারে বিক্রি করা উচিত নয়।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, ড. টি, নুরুন্নাহার ও ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন